আমার শহরে সন্ধ্যা নামে

শিউলি শর্মা

আমার শহরে সন্ধ্যা নামে। হলুদ পাতার খামে দিনক্লান্ত ঘাম গুলি মুছে সপ্তপদীর জরিদার প্রতিজ্ঞাবন্ধ পূরণ করি, খবর পাইনা প্রথম জয়েন করা স্কুলের পাশে পুরো এক শহর উঠে এসেছে- ঘাসজল কচুরিপানার আধোঘুম জড়ানো জলা থেকে। ভুলে যাওয়া পথে এক বিকেল ঘাম ঘাম রোদ নিয়ে আবারও তোমার লটারিতে পাওয়া বাইকের পেছনে পাখি হতে চাই, আজ যাই, খুঁজে নেব পেছন থেকে তোমাকে জড়িয়ে রাখা আমার হাতে তোমার আরাম আরাম স্বপ্নের অনুরাগ। পনেরো বছরের ক্লেদ মাটি ঝেড়ে ফেলে একবার ঝলসে উঠি আমার শহরের ট্রেন্ডস'এর অতিসাদা মায়াবী আলোয়; সাদা ফুল পাতায় জড়ানো শার্টের উপহার, কালো কার্ডখানা তুমিই বাড়িয়ে দাও প্রতিবার, সোনালী চিপসে দেনা-পাওনার বোঝা বেড়েই চলে।

দীর্ঘিখানা বড় শূন্য আজ। জলের গহনার রিনিঝিনি কঙ্কন কালী মন্দিরের চূড়ায় ঘন্টা নিনাদে কবে সুর পাবে কে জানে ! বড় কিছু হতে গেলে নিজেকে ভেঙ্গে চুরে সাজাতে হয় আমাকে দিঘী সে মহড়ার কথা বলে আড়চোখে। কৃষ্ণচূড়ার নীচে রবীন্দ্রনাথ কদিন পরেই জন্মদিনে সাজবেন। রঙিন প্রজাপতি ছুয়ে যাবে পদতল গান আর ছন্দে। এখন যে সমবেত হওয়া ভয়ঙ্কর, আকাশের রং গুলি ওড়নায় বেঁধে রাখি বুকের উপর। সিল্কের সুতায় বোনা নীল ঝুমকায় কার যেন চোখ লেগে আছে কিশোরী টের পায়।

জীবনের হালকা বাঁকে ফুটে উঠে "নাস্তা ডটকম"। এ সন্ধ্যায় চাঁদ ভেবে দহিবড়া অথবা মাসালা ধোসা চলতেই পারে। আমি চোখ বুজে মাধবীলতার বনে হারিয়ে যাই। গোলাপি চুড়িদার পরা মায়াবী মেয়েটি হাতছানি দেয়। তারও বুকের মাঝে কত কত ফুল বীজ হালকা হাওয়ায় উড়তে থাকে। সে দুহাত ভরে আকাশের সব রং চায়, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির পরে মুঠো হাত খুলে তুলে ধরে অজস্র রৌদ্রশস্যকথা।

* * *